প্রসঙ্গঃ নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা

আব্দুর রহমান আবিদ

সাম্প্রতিককালে সদালাপে প্রকাশিত দুটি লেখায় ধর্মীয় শিক্ষা এবং সেই সূত্র ধরে বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা সংক্রান্ত দু'একটি মন্তব্য আমার চোখে পড়েছে এবং এ বিষয়ে খানিকটা লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। একটি নিবন্ধের লেখিকা বলেছেন, আমাদের দেশ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে তুলে দিতে পারলে ভাল হতো; কিন্তু বাস্তবে তা যেহেতু সম্ভব নয় কাজেই মাদ্রাসার সংখ্যাকে যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা দরকার এবং মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিককরন করা দরকার। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিককরনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমিও তার সাথে সম্পূর্ন একমত। মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপক পরিবর্তন এবং ওলামা সমাজের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব দিয়ে ভিন্নমতে বেশ কিছুদিন আগে দু'একটি লেখাও আমি লিখেছিলাম। তবে তার মন্তব্যের প্রথম অংশটিকে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে আমার কাছে এবং এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করতে চাই।

ধর্ম মানুষের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ এবং বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ক্ষেত্রে ইসলাম হলো তাই। সাধারন পাঠকদেরকে বলছি, ধরুন বাংলাদেশ থেকে সমস্ত মাদ্রাসা আমরা তুলে দিলাম। তাহলে মসজিদের ইমাম হবে কে? মোয়াজ্জিন হবে কে? কেউ মারা গেলে তাকে গোসল করাবে কে? জানাজার নামাজই বা পড়াবে কে? কে আমাদের ছেলেমেয়েরদের বিয়ে পড়াবে? আর আমাদের বাবা-মা মারা গেলে তাদের চল্লিশায় মিলাদই বা পড়াবে কে? সে কি আমি, নাকি আপনি? যদি বলেন, মসজিদগুলো তুলে দিলেইতো হয়, তাহলে তো ইমাম, মোয়াজ্জিনের আর প্রয়োজন পড়ছেনা; কিম্বা মারা গেলে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে লাশগুলো পুড়িয়ে দিলেই তো হলো, গোসল বা জানাজার দরকার কি; কিম্বা বিয়ে রেজিষ্ট্রির জন্যে কোর্টতো আছেই, মৌলানা বা কাজীর তো দরকার নেই। বাংলাদেশ কেবলমাত্র নাস্তিকদের আবাসভূমি হলে, মুক্তমনাদের স্বর্গরাজ্য হলে তা হয়ত সম্ভব ছিল। কিন্তু বাস্তবে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই যেহেতু ধর্মপ্রান এবং আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ধর্ম যেহেতু অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ, কাজেই সমাজে যারা সত্যিকারের পরিবর্তন চান, বাস্তবতা বহির্ভূত এ জাতীয় মন্তব্য করার ক্ষেত্রে তাদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। নইলে সমাজের উপকারের চেয়ে অপকার হবার সম্ভাবনাই বেশী। আমাদের মনে রাখা দরকার, সমাজকে পরিবর্তন করতে হয় সমাজের ভেতরে বাস করেই; বাহির থেকে ঢিল ছুঁড়ে নয়। তা করলে, তাতে হয়ত গুটিকয়েক নাস্তিক বা মুক্তমনার বাহবা পাওয়া যায়, কিন্তু সমাজ বদলানো যায়না।

বাংলাদেশী যুব সমাজকে নৈতিকতার অবক্ষয় থেকে মুক্তির জন্যে সাধারন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে যৌন শিক্ষার প্রচলনের প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছেন লেখিকা। এ প্রসঙ্গে কিছুদিন পর পর (?) মাদ্রাসা শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী ধর্ষনের সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্রে পড়ার কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে একজন লেখক বা লেখিকা খানিকটা হলেও সতর্ক হবেন, তা পাঠকরা কিছুটা হলেও আশা করে। মাদ্রাসা শিক্ষক বা মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে 'ধর্ষক'দের দলভূক্ত করা কিন্তু খানিকটা বাড়াবাড়ি। এর আগে একজন লেখক মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে সৌদি সরকারের বিপুল আর্থিক সহায়তায় গড়ে ওঠা 'সন্ত্রাসী' হিসেবেও আখ্যায়িত করেছিলেন। নিজেদের (শিক্ষিত সমাজের নৈতিকতা বিবর্জিত অংশটিকে বলছি) নষ্ট চরিত্র ঢাকতে সমাজের সবচে দূর্বল, পরাশ্রয়ী, মেরুদন্ডহীন একদল মানুষকে (যাদেরকে আদর করে 'মসজিদের

কুনো ব্যাঙ’ বলেও ডাকি আমরা কেউ কেউ) ‘স্কেইপ্‌গোট্‌’ না বানালেই কি নয়? বাংলাদেশের শীর্ষ সন্ত্রাসীদের তালিকায় একজন মাদ্রাসা ছাত্রও কি আছে? সম্ভবতঃ নেই। গত দশ বছরে ধর্ষনের যত ঘটনা ঘটেছে বাংলাদেশে, তার লিষ্ট তৈরী করলে হাজার হাজার ধর্ষকের তালিকায় ক’জন মাদ্রাসা শিক্ষক বা মাদ্রাসা ছাত্রকে খুঁজে পাওয়া যাবে? বড়জোর দশ/বারো জন, কিম্বা তারও কম। বাংলাদেশের গন্ড-গ্রাম গুলোতে কখনও কখনও ফতোয়াবাজীর বিক্ষিপ্ত যে সব ঘটনা ঘটে সমাজের দূর্বল নারী-পুরুষদের উপর, তার পেছনে দায়ী কি কেবল মোল্লারা? কখনও না; খোঁজ নিয়ে দেখুন, সে সব ঘটনার পেছনে, পর্দার আড়ালে রয়েছে গ্রামের মোড়ল বা চেয়ারম্যান। বেচারা মোল্লা ‘কলুর বলদ’, তাকে যেদিকে ঘুরানো হয়, সেদিকেই সে ঘোরে। তারপরও কি অবলীলায় মাদ্রাসা শিক্ষক, মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে সর্বদোষে দোষী করার প্রতিযোগিতা করি আমরা। যে যত বেশী গালমন্দ করতে পারে তাদেরকে, সে তত বেশী প্রগতিশীল, তত বেশী মুক্তমনা। বড় আফসোস যে প্রগতিশীলতার সংগাকে আজ আমরা বদলে ফেলেছি।

বাংলাদেশী ছেলেদের নৈতিকতা নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে ইদানীং। এ প্রসঙ্গে একজন লেখক এর আগে ভারতে লেখাপড়াকালীন তার মেধাবী বন্ধুদের ভারতীয় মেয়েদের বুকে হাত দেবার কাহিনী বলেছিলেন। জনা চার, পাঁচ ছেলের মধ্যে সিংহভাগই ছিল নাকি ঐ স্বভাবের। সেই সূত্র ধরে তিনি বা পরবর্তীতে কোন আরেক লেখক (ঠিক মনে নেই আমার) বলেছেন, বাংলাদেশের মেধাবী ছাত্রদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশীই নাকি নষ্ট চরিত্রের, নৈতিকতা বিবর্জিত। আমরা যারা কলেজে বা আন্ডার গ্রাজুয়েটে অংক পড়েছি এবং ‘প্রোবাবিলিটি থিওরী’ সম্পর্কে জানি, অন্ততঃ তারা বুঝবেন যে কেবলমাত্র চার, পাঁচজন ছেলের মধ্যে ‘র‌্যান্ডম স্যাম্প্লিং’ করে বাংলাদেশের সমস্ত মেধাবী ছাত্রদের চরিত্রের বিষয়ে এমন একটি সিদ্ধান্তে পৌছানো কতখানি যুক্তিযুক্ত। বুয়েটে বন্ধু-বান্ধবদের যে বিশাল গ্রুপটির সাথে আমি মিশতাম, ফার্ষ্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ারে থাকতে আমরা যারা নিয়মিত নিউমার্কেট, টি এস সি যেতাম আড্ডা দিতে, সেই গ্রুপে কেবলমাত্র একটি ছেলে ছিল খানিকটা ঐ স্বভাবের। তাও ভীড়ের মধ্যে সরাসরি কোন মেয়ের বুকে সে কখনও হাত দিয়েছে বলে আমি শুনিনি। আমি যদি আমার ত্রিশ-বত্রিশজন ঘনিষ্ট বন্ধুর মধ্যে ‘র‌্যান্ডম স্যাম্প্লিং’ করি তাহলে তো বাংলাদেশের শিক্ষিত যুব সমাজ একেবারে ফেরেশতা। কিন্তু তা কি সত্যি? না, তাও সত্যি নয়। কেননা নিউ মার্কেট, চাঁদনীচক, বই মেলা, বৈশাখি মেলায় নষ্ট স্বভাবের কিছু কিছু যুবক সত্যিই এই কাজগুলি করতে যায় এবং দুঃখজনকভাবে তাদের ভেতর বুয়েট, মেডিক্যাল, ঢাকা ভার্সিটির মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী ছেলেদেরও কেউ কেউ আছে (প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, এই গ্রুপে কোন মাদ্রাসা ছাত্রের অন্তর্ভূক্তির কথা মনে হয়না আমরা কেউ শুনেছি)।

ভীড়ের ভেতর মেয়েদের শরীরে হাত দেবার প্রসঙ্গে কোলকাতার যুবকদের চারিত্রিক বিশুদ্ধতা এবং উন্নত নৈতিকতার বিষয়টি টেনে এনেছেন কেউ কেউ। কোলকাতার খুব বেশী যুবকের সাথে মেশার তেমন সুযোগ আমার হয়নি। তবে সাউথ ইন্ডিয়াসহ দিল্লী এবং বোম্বের অনেক যুবকের সাথে মেশার সুযোগ আমার হয়েছে। এখন দেখা যাক, ভারতীয় যুবকরা আসলে কতখানি উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন কিম্বা কতখানি বিশুদ্ধ চরিত্রের। টেক্সাসের যে ইউনিভার্সিটিতে আমি পি এইচ ডি করতে আসি (আগেই বলে নিই, আমি কিন্তু ভাই ডঃ নই। পি এইচ ডি শেষ করিনি। পড়তে পড়তে হঠাৎ করেই আমার ফিল্ডে ভাল একটি চাকুরীর অফার পেয়ে সেই থেকে চাকুরীই করছি এদেশে), সেটার গ্রাজুয়েট স্কুলে শতকরা ষাট ভাগ ছেলেই ছিল ইন্ডিয়ান। বাংলাদেশী ছাত্র ছিলাম আমরা জনা ত্রিশেক, সবাই প্রায় বুয়েটের; বি আই টি এবং ঢাকা ভার্সিটিরও ছিল অল্প ক’জন। ইন্ডিয়ান ছাত্র ছিল কয়েক শ’। আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে মেক্সিকান বর্ডার ছিল মাত্র কয়েক ঘন্টার ড্রাইভ। মাসে, দু’মাসে ইন্ডিয়ান ছেলেগুলো দল বেঁধে বেঁধে মেক্সিকান বর্ডার সংলগ্ন এক

শহরে যেত মেয়ে মানুষের জন্যে - ওখানে মেয়ে মানুষ নাকি সস্তা। ফিরে এসে মজার মজার সব গল্প শোনাতো আমাদের বাংলাদেশী ছেলেদেরকে। আশ্চর্য্য, সেসব গল্প শুনেও কোন একটি বাংলাদেশী ছেলে কখনও আগ্রহী হয়নি ইন্ডিয়ানদের দলে ভিড়তে। অথচ বাবা-মা, অভিভাবক বিহীন এই দেশে এসব করলে দেখার কেউ ছিলনা। এ তো গেল এক্সট্রিম কেইস। ভীড়ের ভেতর মেয়েদের শরীরে হাত দেবার প্রসঙ্গেই আসি। সপিং মলে 'চিক্‌স্ হান্টিং' এর নামে ('নামে' শব্দটি এ জন্যেই বলছি কারন 'চিক্‌স্ হান্টিং' মূলতঃ আমেরিকান এবং সাউথ আমেরিকান ছেলেগুলোর কাজ; এশিয়ান ছেলেরা ওসব ব্যাপার থেকে এখনও অনেক পেছনে) ভীড়ের ভেতর মেয়েদের শরীরে শরীর ছোঁয়ানোর ক্ষেত্রেও ইন্ডিয়ান ছেলেগুলি ছিল ইউনিক। সেসব মুখোরচক গল্প আমাদেরকে শোনাতে তারা কার্পণ্যও করতো না। আর আমাদের বাংলাদেশী ছেলেগুলোর প্রতিদিনের রুটিনই ছিল ক্লাস শেষে অড্ জব, ঘরে ফিরে রান্না-বান্না, এসাইনমেন্ট এবং সুযোগ পেলে বাসায় বাসায় গিয়ে আড্ডা দেয়া। আমার ব্যক্তিগত বিচারে নৈতিকতার প্রশ্নে বাংলাদেশী ছাত্রদেরকে আমি যতটা উন্নত পেয়েছি, ইন্ডিয়ান বা পাকিস্থানী ছাত্রদেরকে তেমনটা কখনই পাইনি। হতে পারে আমি হয়ত ঘুরে ফিরে কেবল ভাল ভাল ছেলেগুলোকেই আশে-পাশে পেয়েছি কো-ইন্সিডেন্স হিসেবে। তারপরও ' ইন্ডিয়ান দাদাবাবুরা বাংলাদেশী ছেলেদের চেয়ে উন্নত নৈতিকতার' - কারো এই দাবী আমি অন্ততঃ মানিনা।

এবার দেখা যাক, পারিবারিক বা প্রাতিষ্ঠানিক যৌন শিক্ষা আসলে কতখানি নৈতিকতা শিক্ষা দেয়। বর্তমান বিশ্বে আমেরিকাই বোধহয় সেই দেশ যেখানে সর্বক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে যৌন শিক্ষা দেয়া হয় - পারিবারিক পরিবেশ, স্কুল, কলেজ, চাকুরীক্ষেত্র - সবখানেই। কোনটি সেক্সুয়াল এ্যাবিউজমেন্ট, কোনটি সেক্সুয়াল হ্যারাজমেন্ট, কোনটি জেন্ডার ডিস্ক্রিমিনেইশন - ছোটবেলা থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে এগুলো শিখতে শিখতে বড় হয় একেকজন আমেরিকান ছেলেমেয়ে। এছাড়া বয়োঃসন্ধির সময় স্কুলে তো শরীরবৃত্তীয় ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে রীতিমত থিসিস টাইপের কোর্স হয়। এসব যৌন শিক্ষা কতখানি সুফল, কতখানি নৈতিকতা বয়ে এনেছে আমেরিকান সমাজে? আপনি যদি আমেরিকার কোন হাইওয়েতে গাড়ী চালান এবং আপনার গাড়ীর রেডিও অন করেন (এদেশে এছাড়া রেডিও শোনার মনে হয়না আর কোন সুযোগ হয় কারো), তাহলে প্রতি আধাঘন্টা পর পর খবরে আপনি এত অসংখ্য সেক্স ক্রাইমের খবর শুনবেন যে, আপনার মনে হবে পুরো আমেরিকা দেশটাই বোধহয় সেক্স ম্যানিয়াক দিয়ে ভর্তি। এবং অবিশ্বাস্যভাবে এসব সেক্স ক্রাইমের শিকার যতনা বড়রা, তার চেয়ে অনেক বেশী হলো শিশুরা - মেয়ে শিশু, ছেলে শিশু সবাই। ব্যাপক সমকামিতা এবং মারাত্মক ড্রাগ এ্যাডিক্‌শনের কথা না হয় বাদই দিলাম। বছর দেড়, দুই আগে ক্যালিফোর্নিয়ায় অন্ততঃ ২১ টি আমেরিকান পরিবারকে (ইউরোপীয় অরিজিন) পুলিশ গ্রেফতার করেছিল যেসব পরিবারের বাবা-মায়েরা নিজ ছেলেমেয়েদেরকে সেক্সুয়ালি এ্যাবিউজ করে সেসবের ছবি তুলে ইন্টারনেটে ছাপিয়েছিল ব্যবসার জন্যে। পুলিশ এও আবিস্কার করেছিল যে, সেই অমানবিক, ভয়াবহ নোংরা ব্যাপারটি চালু করেছিল মূলতঃ জার্মান এবং ডেনিশ কিছু পরিবার তাদের নিজ নিজ দেশে যা পরবর্তীতে আমেরিকান পরিবারগুলো অনুসরন করেছিল শুধু। সেসময় ই-মেলায় বুয়েট ছাত্রী সনি হত্যা প্রসঙ্গে লেখা আমার একটি আর্টিকেলে এ বিষয়ে খানিকটা লিখেছিলামও আমি। এই হলো যৌন শিক্ষার ব্যাপকতা দিয়ে ভর্তি মুক্ত যৌনতা ভিত্তিক মুক্ত সমাজগুলোর আসল চিত্র। পারিবারিক বা প্রাতিষ্ঠানিক যৌন শিক্ষা কিম্বা মুক্ত যৌনতা যদি নৈতিকতা শেখার উত্তর হতো, তাহলে ৩৬ জন মহিলা (নাকি ৬৬? সঠিক সংখ্যাটি ঠিক মনে নেই আমার) লিখিতভাবে আর্নল্ড শোয়ার্জিনেগারের রিরুদ্ধে তাদের বুকে, পেছনে হাত দেবার অভিযোগ আনতোনা পত্রিকায়। জানিনা ক্যালিফোর্নিয়ার নব নির্বাচিত গভর্নর, শোয়ার্জিনেগার সাহেব এই ট্রেইনিংটি বাংলাদেশের মেধাবী ছাত্রদের কাছ থেকে পেয়েছেন কিনা।

লেখিকা প্রশ্ন করেছেন, আমাদের দেশে পরিবর্তনের কোন কথা উঠলে কেন আমরা আমেরিকার প্রসঙ্গ টানি? ব্যাপারটি কিন্তু আসলে তা নয়। আজকের গ্লোবালাইজড পৃথিবীতে উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশগুলোর জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই উদাহরন হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশে যৌন শিক্ষা প্রচলনের 'কনসেপ্ট'টিও কিন্তু সেভাবেই পাওয়া। তবে বাংলাদেশের মত রক্ষনশীল সমাজ ব্যবস্থার একটি দেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যৌন শিক্ষা প্রচলনের আগে তার প্রয়োজনীয়তা বা সুফল, কুফল যাচাই করে দেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যৌন শিক্ষার সাথে নৈতিকতা শেখার আসলে কোন সম্পর্ক নেই। যৌন শিক্ষার উদ্দেশ্য মূলতঃ সংক্রামক যৌনব্যাধী, 'আরলি প্রেগনেন্সি' ইত্যাদি রোধের জন্যে সমাজে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্যে। এটিকে একটি 'সহায়ক শিক্ষা' হিসেবে আমাদের সমাজের উপযোগী করে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হয়ত চালু করা যেতে পারে, তাতে সমাজের উপকার হবার সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু এটিকেই নৈতিকতা শিক্ষার মূখ্য পন্থা হিসেবে ধরে নেবার কোন সুযোগ নেই। মানুষ নৈতিকতা শেখে পারিবারিক পরিবেশে, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এবং এক্ষেত্রে ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। ধর্মের বন্ধনমুক্ত উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন কোন শিক্ষিত পরিবার তাদের ছেলেমেয়েদেরকে ধর্মের বাইরেও হয়ত উন্নত নৈতিকতা শিক্ষা দিতে পারেন। তবে ব্যতিক্রম সেসব ঘটনাকে উদাহরন হিসেবে ধরে নিয়ে আমাদের সমাজের আপামর সাধারন মানুষকে ধর্ম বহির্ভূত নৈতিকতা শিক্ষা দেয়া বাস্তবে সম্ভব নয়। ধর্মকে যেমন সব কিছুর সাথে না জড়ানো ভাল (যেমন রাজনীতি), তেমনি করে ধর্মকে সবকিছু থেকে আলাদা করে ফেলার চেষ্টাও কিন্তু ভাল নয়।

ধর্মীয় শিক্ষা ব্যাপক একটি বিষয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে ধর্মীয় শিক্ষা বলতে আমরা এখনও পর্যন্ত মূলতঃ আরবী শিক্ষাকেই বুঝি। ছোটবেলায় কাকাতোয়ার মত কেবল আলিফ-বা-তা-ছা শিখে কিম্বা আরবীতে চল্লিশটি হাদিস মুখস্ত করে এস এস সি পাশ করে আর যাই হোক, অন্ততঃ নৈতিকতা শেখা যায়না। পারিবারিক পরিবেশে বিশুদ্ধ ধর্ম চর্চা ও ধর্মীয় নৈতিকতা শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও সীমিত পরিসরে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিকতা শিক্ষার প্রচলন করা দরকার (এটি শুধু ইসলাম নয়, সব ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য)। সাথে আমাদের সমাজ উপযোগী যৌন শিক্ষা প্রচলনের বিষয়টি নিয়েও ভাবা যেতে পারে, যদিও আমাদের রক্ষনশীল সমাজে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যৌনশিক্ষা চালু হওয়া দেখতে আমাদেরকে হয়ত আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে।

সবাইকে ধন্যবাদ।।